

আহলে কিবলার পিছনে নামায

আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ)

আহলে কিব্‌লার গিছবে নামায

[আহলে হাদীস ইমামের পিছনে হানাফীগণের
এবং
হানাফী ইমামের পিছনে আহলে হাদীসগণের
নামায]

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
ফোন : ০১৫৩০ ৬৫২৩০৪

আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী

আল-কোরায়শী

এম, এ, বারী

আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ

৯৮, নওরাবপুর রোড

ঢাকা—১১০০ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

২২/১২/৫৫ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ

১২/৮/১৯৬৩ ইং

তৃতীয় সংস্করণ

১/৫/৭৮ ইং

চতুর্থ সংস্করণ

১৩/৬/২০০০ ইং

মূল্য : সাত টাকা মাত্র।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আজায

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَالْأَعْلَى الظَّالِمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، سُبْحَانَكَ يَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ لَجُيُومِ الْمُحْتَدِينَ، مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُونَ -

নামাযের জামাআতের ভিতর দিয়া মুসলমানগণের জাতীয়
জীবনের শক্তি ও সংহতির রূপায়ণ ঘটিয়াছে। নামায একাধারে
যে রূপ আধ্যাত্মিক শক্তির চেতনা ও সৃষ্টিকর্তার নৈকট্যলাভের
সহায়ক হয়, তেমনি নামাযের জামাআত মুসলমানগণের
জাতীয় জীবনকে গৌরবান্বিত, সংহত ও বিক্রমশীল করিয়া
তোলে। ছঃখের বিষয় অজ্ঞতা নিবন্ধন কতকগুলি লোক
পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের বিতর্ক, বিচার ও ব্যাখ্যার পার্থক্যগুলিকে
জাতীয় সংহতির সর্বনাশ সাধনকরে ইফনরূপে ব্যবহার
করিতেছে। তাহারা ফকীহ্ গণের খুঁটিনাটি মতভেদকে আশ্রয়

করিয়া মুসলমানগণের ভিতর ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করিতেছে এবং বাবহারিক মাসআলাসমূহে যাহারা পরস্পরের বিরোধী, তাহাদের নামায় পরস্পরের পিছনে শুদ্ধ হইবেনা বলিয়া অজ্ঞ অনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া বেড়াইতেছে।

বহুদিনপূর্বে অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে এইরূপ একটি দুর্ঘটনার কবলে পতিত হইয়া এই দীন সংকলনিতাকে ভ্রাতৃ-বিরোধের অবসানকরক বক্তমান ফাতওয়াটি লিখিতে হইয়াছিল। যাহারা এই ফাতওয়ার সমর্থনে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাহাদের অধিকাংশই আজ বাঁচিয়া নাই। তাহাদের পবিত্র স্মৃতিকে জাগরক রাখার উদ্দেশ্যে এবং কলহ-পরায়ণদের কোন্দল কোলাহল প্রশমিত করার বাসনায় এই পুরাতন ফাতওয়াটি প্রকাশ করা হইতেছে।

আজ ইসলামকে এবং ইসলামের জাতীয়তাকে বিপন্ন করার মত্লে যে ইসলাম বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে, এই ক্ষুদ্র ফাতওয়াটি যদি তাহার কিছুমাত্রও প্রতি-
যেধক হয়, তাহা হইলে লেখকের সমুদয় পরিভ্রম সফল হইবে।

ان اراد الاصلاح ما استطعت وما توفيقى
الا بالله عليه توكلت واليه المرجع

পূর্বপাক
জম্মৈয়তে আহলে হাদীস,
সদর দফতর :
পোঃ ও জিলা : পাবনা

বিনরাবনত
মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী
আল-কোরায়শী
২২শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫ ইং

২য় সংস্করণের আরম্ভ

হযরত আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রহঃ) কতৃক লিখিত ও পূর্বপাক জম্মৈয়তে আহলে হাদীস কতৃক প্রকাশিত 'আহলে কিব্লার পিছনে নামায' নামক পুস্তিকার ১ম সংস্করণ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। চতুর্দিক হইতে উহার পুনর্মুদ্রণের তাকীদ অহরহ আমাদের নিকট আসা সত্ত্বেও অপরিহার্য নানা কারণে উহার পুনর্মুদ্রণ এতদিন সম্ভবপর হয় নাই। এবার পুস্তিকার আরবী উদ্ধৃতি সমূহে হরকত সংযুক্ত করিয়া বর্ধিত কলেনব্রে প্রকাশ করিতে পারায় আমরা আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদা করিতেছি। ইহা দ্বারা মুসলিম সমাজ উপকৃত হইলে ইহার জন্য শ্রম ও অর্থ ব্যয় সার্থক হইবে। ইহা পাঠ করার সময় মরহুম লেখকের আশ্রয় মাগ্ফেরাত ও তাহার পারলৌকিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য রাহমান্নুর রাহীমের হৃদয়ে দোআ করিতে আমরা পাঠকদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

ম্যানেজার, আল-হাদীস প্রিটিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস।

৩য় সংস্করণের নিবেদন

'আহলে কিবলার পিছনে নামায' এর দ্বিতীয় সংস্করণের সমুদয় পুস্তিকা বেশ কিছুদিন পূর্বে শেষ হওয়ার একগুণে উহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ জন্য আমরা আল্লাহর প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া জানাইতেছি।

নিবেদক—

তাং ১-৫-৭৮ ইং

ম্যানেজার, আল হাদীস প্রিটিং
এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
৮৬, কাফী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা-২

চতুর্থ সংস্করণ

হযরত আল্লামা মোহাম্মদ আবহুলাহেল কাকী আল-কোরায়শী (রহ:) কর্তৃক লিখিত ও বাংলাদেশ জমদয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত “আহলে কিবলার পিছনে নামায” নামক পুস্তিকাটির ৩য় সংস্করণের সমুদয় কপি বেশ কয়েক বছর পূর্বে শেষ হয়ে যাওয়ায় জমদয়ত দরদী পাঠকদের পক্ষ থেকে এ পুস্তিকাটি পুনঃ প্রকাশের দাবী উত্থাপিত হয়ে আসছে। পাঠকদের চাহিদা ও আগ্রহের কথা চিন্তা করে পুস্তিকাটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হ’ল। আল্লাহ রাকুল আলামীন আমাদের এ তাওফীক দানের জন্য তাঁর দরবারে জানাই অশেষ শুকরিয়া। দিশেহারা মুসলিম সমাজ এর দ্বারা উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ রাকুল ইয্‌যাতের নিকট এই পুস্তিকাটির লেখকের আত্মার মাগফেরাতের জন্য আমরা দোয়া করি।

মীর আবহুল ওয়াহাব লাবীর
প্রেস ও প্রকাশনা সম্পাদক
বাংলাদেশ জমদয়তে আহলে হাদীস।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

জিজ্ঞাসা

হানাফীগণের নামায আহলে হাদীস ইমামের পিছনে আর আহলে হাদীসগণের নামায হানাফী ইমামের পিছনে জায়েয ও হরন্ত কিনা, শরীঅত অভিজ্ঞ বিদ্বানগণ প্রমাণ ও দলীল সহকারে তাহার উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

উত্তর

والله اعلم بالصواب

হানাফীগণের নামায আহলে হাদীস ইমামের পিছনে আর আহলে হাদীসগণের নামায হানাফী ইমামের পিছনে জায়েয ও হরন্ত। হানাফী ফিকহের মুনিয়া এশ্বের টীকায় আল্লামা শায়খ ইবরাহীম হলবী স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন,

شرح إمامه شارح المنيوية إمام الأئمة والمخالف

في الفروع والجوز

যাহারা কুরআন মস্‌আলায় পরস্পরের বিরোধী তাহাদের নামায পরস্পরের পিছনে জায়েয। মুন্না আলী কারী হানাফী

‘ইকতিদা বিল মুখালিফ’ পুস্তিকার লিখিয়াছেন,

استقر الامر على ذلك في زمن ابي حنيفة
ومالك والشافعي واحمد وسائر المجتهدين من ههنا
فلم ينقل عن احد من الائمة ان يمنع الاقتداء
بالمخالف من اهل السنة وقال : ولم يرو عنه عليه
الصلوة والسلام ولا عن احد من اصحابه الكرام ولا عن
احد من الائمة الاعلام انه لا يجوز الاقتداء بالمخالف
او ذكره بل ورد صلوا بخلاف كل ابرو فاجرو وهو بظاهره
مفيد التبعيه -

ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফেরী, আহমদ এবং
সমুদয় মুজ্তাহিদ বিদ্বানের যুগে ফুরাযাং মসআলার
বিরোধীগণের নামায পরস্পরের পিছনে বৈধ হইবার রীতি
প্রবর্তিত ছিল। তাঁহাদের যুগের একজন বিদ্বানের প্রমুখাৎও
মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত ফুরাযাতে বিরোধ কাহারও পিছনে

নামায নিষিদ্ধ হইবার কথা বর্ণিত হয় নাই। মুল্লা সাহেব
আরও লিখিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহর (সা:) প্রমুখাৎ অথবা
তাঁহার সহচরবৃন্দের মধ্যে কাহারও বাচনিক, এমন কি
অনুসরণীয় ইমামগণের মধ্যেও কোন একজনের বাচনিক এরূপ
কথা বর্ণিত হয় নাই যে, ফুরাযাতে বিরোধী ব্যক্তির পিছনে
নামায জায়েয নাই কিংবা উহা মকরুহ। পক্ষান্তরে হাদীসে
কথিত হইয়াছে যে, পরহেযগার ও ফাসিক সকলের পিছনেই
তোমরা নামায পড়। হাদীসের প্রকাশ্য তাৎপর্য অনুসারে
আদেশের সর্বজনীনতা প্রমাণিত হইয়াছে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া স্বীয় কতাবুয়াল লিখিয়াছেন :

ان لا يعرف المأموم ان امامه فعل ما يبطل الصلوة
فهذا يهل بخلافه باتفاق السلف والائمة الاربعة
وعورهم، وليس في هذا خلاف مستقدم، وانما خالف
بعض المستعصيين من المتأخرين، وقائل هذا القول
الى ان يستتاب كما يستتاب اهل الجديع، اخرج

مِنْهُ إِلَى أَنْ يَحْتَدِ بِخِلَافِهِ فَإِنَّهُ مَازَالَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى
 عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِ خِلَافَتِهِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَصَلُّونَ بِمَجْزِيٍّ وَأَكْثَرِ الْأُتَمَّةِ
 لَا يَمُوزُونَ بِمَنْ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُقَرَّبُونَ إِلَى صَلَاتِهِمْ
 الشَّرْعِيَّةُ وَالْوَكْلَانُ الْعَلَمُ بِهِذَا وَأَجْبَابُ الْبَطْلَانِ حُلُوة
 أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ أَنْ يَتَوَقَّنَ الْعَامُونَ أَنَّ الْإِمَامَ
 فَعَلَّ مَا لَا يَسُوعُ عَنْهُ، مِثْلُ أَنْ يَمْسُ ذِكْرُهُ أَوْ يَمْسُ
 النِّسَاءُ بِشَهْوَةٍ أَوْ يَحْتَجِمَ ثُمَّ يَصَلِّي بِإِلَاضٍ وَهَذِهِ
 الصُّورَةُ فِيهَا لَزَاعُ مَشْهُورٍ وَالصُّوَابُ قَصْحُ صَلَاةٍ
 الْمَسْمُومُ وَهُوَ قَوْلُ جَسَدِ السَّلَفِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَا لَكَ
 رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَخَذَ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَحْمَدُ

رَحِمَهُ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِي حَنْظَلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَثُرَ
 لِمُؤْمِنِي الْإِمَامِ أَحْمَدَ عَلَيْهِ هَذَا وَقَدْ بَدَأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطَأَ الْإِمَامَ لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْإِمَامِ

যদি মোক্তাদীর ইহা অপরিজ্ঞাত থাকে যে, তাহার ইমাম
 এরূপ কাজ করিয়াছে যাহাদ্বারা নামায বাতিল হয়, তাহা-
 হইলে উক্ত ইমামের পিছনে তাহার নামায সাহাবাগণ, ইমাম
 চতুর্থ এবং সমুদয় বিদ্বানের মিলিত অভিমত অনুসারে
 অবিসম্মাদিতরূপে জায়েয হইবে। এবিষয়ে পূর্ববর্তী বিধানগণের
 মধ্যে কোনই যতভেদ নাই। পরবর্তী কালের কতিপয় গোড়া
 কাঠ মোল্লাই এবিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ
 অসঙ্গত উক্তি যে ব্যক্তি উচ্চারণ করে, বিদআতীর মত তাহাকে
 তাওবা করানো উচিত, যতক্ষণ না সে তাহার এই অসঙ্গত
 উক্তি পরিহার করিতেছে। কারণ রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাহার
 খলীফাগণের যুগ হইতে মুসলমানগণ চিরাচরিত ভাবে পর-
 স্পরের পিছনে নামায পড়িয়া আসিতেছেন অথচ ইমানগণের
 অধিকাংশই স্মরণ ও করণের মধ্যে ভারতম্বা করিতেননা।
 তাহারা শুধু শরীঅতের নামায পড়িয়া যাইতেন মাত্র।
 এসকল খুঁচিনাটি বিষয় অবগত হওয়া যদি ওয়াজিব হইত,
 তাহা হইলে অধিকাংশ মুসলমানের নামায বাতিল হইয়া যাইত।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া আরও লিখিয়াছেন, মোক্তাদীর যদি এরূপ বিশ্বাস থাকে যে, তাহার ইমাম এমন কার্য করিয়াছে যাহা উক্ত মোক্তাদীর মায্‌হাবে অবৈধ, যথা, সে তাহার জননেত্রিয় স্পর্শ করিল অথবা নারীকে কামভাবে স্পর্শ করিল অথবা রক্তমোক্ষণ করিল, অথচ অতঃপর ওয়ু না করিয়াই নানাষে দাঁড়াইয়া গেল—এরূপ অবস্থার উক্ত ইমামের ইক্‌তিদা করা সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন কিন্তু সঠিক কথা এই যে, এরূপ ক্ষেত্রেও উক্ত ইমামের পিছনে নামায ছরত হইবে। সাহাবা ও তাবেরী বিদ্বানগণের অধিকাংশ এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই ইমাম মালিকের (রহঃ) মায্‌হাব, ইহাই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও ইমাম আহমদের (রহঃ) অঙ্গতম উক্তি, বরং ইমাম আবু হানীফাও (রহঃ) এই কথাই বলিয়াছেন। ইমাম আহমদের অধিকাংশ কত্‌ওয়া এই উক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, ইমামের আন্তি মোক্তাদীর নামাবকে প্রভাবান্বিত করেনা।

ইমাম শাফেয়ী লিখিয়াছেন,

إذا من الحنفى فرجه و صلى وترك الاعتدال
 أو قرو غيرة الفاتحة فيصبح اقتداء الشافعى به وبه
 قال القفال وحكى الجواز عن السدوسي

হানাকী ইমাম যদি তাহার গুণ ইঙ্গিত স্পর্শ করার পর ওয়ু না করিয়াই নামায পড়িতে লাগিয়া যায় কিংবা ককু ও সিজ্‌দায় খুব তাড়াতাড়ি করে অথবা কাতিহা ছাড়া অথ কোন আয়াত কিরআত করে, তথাপি তাহার পিছনে শাফেয়ী মোক্তাদীর নামায সহীহ হইবে। ইমাম কাক্‌ফালও এই কথাই বলিয়াছেন, বৈধতার উক্তি ইমাম দারমীর প্রমুখাংও উল্লিখিত হইয়াছে—কওলুস্‌ সদীদ (ইবনে মুজা ফরুখ হানাকী)।

ইহা সঠিক ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, হযরত আবুল্লাহ বিনে মাসুউদ তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গনীর পিছনে মকার অন্তঃপাতি মীনার কসরের পরিবর্তে পুরা নামায আদা করিতেন অথচ ইবনে মাসুউদের মায্‌হাবে কসর ওয়াজিব। তাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি জওয়াব দেন যে, মতভেদ সর্বাপেক্ষা জঘন্য কিত্‌না। হযরত উসমান মীনার যোহর ও আসরের নামায চারি রাকআত করিয়া পড়ায় আবুল্লাহ বিনে মাসুউদ এবং অন্যান্য সাহাবীগণ প্রথমতঃ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কারণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রবাসে ছই রাকআতের অতিরিক্ত নামায কোন সময়েই পড়েন নাই।

পরবর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে মুজা আলী কারী, আল্লামা শররম্বলালী ও ইবনুল মুজা ফরুখ প্রভৃতি ফুরুআতে বিরুদ্ধ ইমামের পিছনে নামায জায়েয হওয়া সম্পর্কে স্বতন্ত্র ভাবে পুস্তিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। যথারের নামক কত্‌ওয়া

এবং সৎকলয়িতা 'আল্ মশরু-ফিল-ইক্‌তিদায়ে বিল মুবা-
লেকীনা ফিল কুর' নামক এ সম্পর্কে যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন
তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আর ফুজুআতে বিরুদ্ধ ইমামের পিছনে কেমন করিয়া
নামায নাযায়েয হইবে, যখন ফাসিক বিদ্বাতীর পিছনেও
নামায সন্দেহাতীত ভাবে ছরক্‌ত রহিয়াছে? অথচ আহলে-
হাদীস ও হানাফী উভয় পক্ষই আল্লাহর অনুগ্রহে আহলে
শুন্নত-ওয়াল-জামাআতের অন্তর্ভুক্ত। কিছুক্ষণের জন্য যদি
একথা মানিয়াও লওয়া যায় যে, হানাফী আহলে হাদীস উভয়
পক্ষে যে সকল মস্‌আলায় বিরোধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাহারা
পরস্পরের কাছে ফাসিক অথবা বিদ্বাতী সাব্যস্ত হইয়াছেন,
তথাপি আমরা বলিব যে, ফাসিক ও বিদ্বাতীর পিছনেও
নামায নাছরক্‌ত হইবার কারণ নাই।

বুখারী স্বীয় সহীহ এখে আবু হুরায়রার প্রমুখ্যে
রেওয়ায়ে করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,

مصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان
اخطاوا فلكم وعلمهم-

এক দল ইমাম তোমাদের নামায পড়াইবে, যদি তাহারা সঠিক
ভাবে পড়ায় তাহা হইলে তোমাদের এবং তাহাদের উভয়েরই

নামায শুদ্ধ হইবে কিন্তু যদি তাহাদের প্রমাদ ঘটে তাহা হইলে
তোমাদের নামায ঠিক হইয়া যাইবে আর প্রমাদের পাপ
তাহাদের উপরেই বর্তিবে। আবু দাউদের শুননে আবু হুরায়রার
বাচনিক রসূলুল্লাহর (সাঃ) এই আদেশও সংকলিত হইয়াছে যে,

الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم
بوا كان او قاجرا وان عمل الكبراء-

করয নামায এতোক মুসলমানের পিছনে, সে পরহেযগার
হউক অথবা অনাচারী, আদা করা ওয়াযিব, এমন কি
ইমাম যদি মহাপাতকেও লিপ্ত থাকে। বায়হকী ও ইবনে মাজা
আবু হুরায়রার প্রমুখ্যে এবং দারকুত্নী ওয়াসিলার বাচনিক
বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন—

صلوا خلف كل بر وقاجر-

তোমরা সবুদয় সৎ ও অনাচারীর পিছনে নামায পড়া।
নেতৃস্থানীয় আহলে-হাদীস বিধানগণের অন্ততম আল্লামা আমীর
ইরামানী সুবুলুস্‌সালাম এখে লিখিয়াছেন, এই ধরনের বহু
হাদীস বিজ্ঞমান রহিয়াছে যেগুলির সাহায্যে সমুদয় সাধু ও
অসাধু ইমামের পিছনে নামায সহীহ হওয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।
তবে হাদীসগুলি সমস্তই বর্জ্য কিন্তু ইহার সমকক্ষতার যে
হাদীস পেশ করা হইয়া থাকে, যেমন—

لَا يُؤْمِرُكُمْ ذُو جِرَارَةَ فِي دِينِهِ

“ধর্মের ক্রটিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যেন তোমাদের ইমামত না করে” প্রভৃতি হাদীসগুলিও দুর্বল। বিদ্বানগণের সিদ্ধান্ত এই যে, উভয় পক্ষেরই হাদীস যখন দুর্বল, তখন আমরা মূলনীতির অনুসরণ করিব আর সেটি হইতেছে এই যে, বাহার নামায ঠিক হইবে তাহার ইমামতও সহীহ হইবে। সাহাবাগণের আচরণও এই মূলনীতির সমর্থক।

ইমাম ইবনুল হুমাম হানাফী হিদায়ার টীকায় ও আল্লামা মুহ্লা আলী কারী হানাফী মিশ্‌কাতের টীকা মিরকাতে উপরিউক্ত হাদীসের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই হাদীস ফাসিক ও বিদআতীর পিছনে নামায জায়েয হওয়া প্রতিপন্ন করিতেছে, যতক্ষণ না সে কুফ্রী কথা উচ্চারণ করে। মুহ্লা সাহেব আরো লিখিয়াছেন, আবু দাউদের হাদীস সম্পর্কে মীরক ব বলেন যে, উহা আবু হুরায়রার রেওয়াজত মক্‌হলের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে, দারকুতনীর সনদের অবস্থাও এইরূপ এবং তিনি বলিয়াছেন, আবু হুরায়রার সহিত মক্‌হলের সাক্ষাৎ ঘটে নাই। আল্লামা ইবনুল হুমাম লিখিয়াছেন, উল্লিখিত হাদীসের সনদের পুরুষগণ সকলেই বিশ্বস্ত, দারকুতনী শুধু এই দোষ ধরিয়াছেন যে, মক্‌হল আবু হুরায়রার নিকট হাদীস অবশ্য করেন নাই। ফলকথা, উক্ত হাদীসটি দ্বিবিধ মুসল্লের অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের মুসল্ল হাদীস

হানাফী বিদ্বানগণের নিকট গ্রাহ্য। ইহার ভাবার্থ দারকুতনী, আবু নঈম ও উকারনী প্রভৃতি বিভিন্ন তরীকায় রেওয়াজত করিয়াছেন এবং মুহাক্কিক বিদ্বানগণের নিকট এই ভাবে হাদীসটি হাসানের স্তরে উন্নীত হইয়াছে। ইমাম ইবনুল হুমাম বলেন যে, ইহাই সঠিক।

হাকিম ইবনে হজর আসকালানী লিখিয়াছেন, দারকুতনী কর্তৃক বর্ণিত—“সমুদয় সাধু ও অনাচারীর ইকতিদা কর” হাদীসটি আবু হুরায়রার উল্লিখিত হাদীসের সমর্থক। ইহা মুসল হইলেও সাহাবা ও তাবেরী বিদ্বানগণের আচরণ দ্বারা শক্তিশালী হইয়াছে।

এই বিষয়ে সাহাবাগণের আচরণের কতিপয় দৃষ্টান্ত নিয়ে উদ্ধৃত করা হইতেছে:—

বুখারী ও মুসলিম তাঁহাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে লিখিয়াছেন যে, হযরত আবু হুরায়র বিনে উমর ও হযরত আনস বিনে মালিক হাজ্জাজ বিনে ইউসুফের পিছনে নামায পড়িতেন। হাজ্জাজের স্থায় অনাচারী শাসনকর্তা ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল। মুহ্লা আলী কারী মিরকাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, কেহ মনে করিতে পারেন, ইবনে উমর হাজ্জাজের ভয়ে তাঁহার ইকতিদা করিতেন, কিন্তু এ সন্দেহ অমূলক, ইবনে উমর তাঁহাকে ভয় করিতেননা, কারণ সম্রাট আবু হুরায়র বিনে উমর ও অন্যান্য সাহাবাগণের নির্দেশ মান্য করিতেন। বিশেষতঃ সম্রাট তাঁহাকে আমীরুল হুদুও নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং

হজ্বের ব্যাপারে হাদ্জ্জকে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

ইমাম বুখারী তাহার ইতিহাসে আবহুল করীমের প্রমুখ্যৎ বর্ণনা দিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) এরূপ দশজন সাহাবীকে দর্শন করিয়াছি যাহারা অভ্যাচারী শাসনকর্তার পিছনে নামায পড়িতেন।

মুন্না আলী করী হানাকী স্বীয় রিসালায় লিখিয়াছেন, সাহাবা ও তাবেরী বিদ্বানগণ ইয়াযীদ, হাদ্জ্জ, যিয়াদ এবং সমুদয় ছুট ও অনাচারী শাসকগণের পিছনে নামায পড়িতেন, বনি উমাইয়াগণের শাসনকর্তাগণের পিছনেও। তাহাদেরই একজন ওসীদ বিনে উক্বাকে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি মজলান করিয়া কবরের নামায মাতাল অবস্থায় চারি রাকআত পড়ান এবং যুক্তাদীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি আরও নামায পড়াইবেন, না ইহাই যথেষ্ট? মুন্না সাহেব বলেন, এসব ঘটনা সত্ত্বেও সাহাবা ও তাবেরী বিদ্বানগণ জামাআত পরিত্যাগ করা জারয়েয রাখেন নাই।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া মিনহাজুসসুন্নাহ এশ্বে লিখিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাহাবীগণ খারেজীদের পিছনেও নামায পড়িতেন। হযরত আবহুল্লাহ বিনে উমর এবং অগ্নাগ্র সাহাবাগণ নজ্-দজুল হক্করী খারেজীর পিছনে নামায পড়িতেন।

ইমাম বুখারী হাসান বসরীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,

صَلِّ وَعَلَيْكُمْ بِدَعْوَةٍ

বিদ্‌আতীর পিছনে নামায পড়, তাহার বিদ্‌আত তাহারই মাথায় থাকিবে।

ইমাম বুখারী তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান সপক্ষে ইহাও লিখিয়াছেন যে, যখন তিনি মদীনার বিজ্রোহীদল কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া পড়েন এবং তাহারাই নামাযের ইমামত করিতে লাগিয়া যায়, তখন উক্ত বিজ্রোহী দলের পিছনে নামায পড়া সপক্ষে তৃতীয় খলীফাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি জওয়াব দেন যে,

الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ وَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ

فَأَحْسَنُ مَعَهُمْ

মানুষ যতগুলি কার্য করিয়া থাকে, তন্মধ্যে নামায সর্বোৎকৃষ্ট। অতএব যখন মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট কাজে প্রবৃত্ত হয়, তখন তোমরাও তাহার সাহচর্য করিও।

ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ এশ্বে একটি অধ্যায় রচনা করিয়াছেনঃ বিদ্‌আতী ও শাস্তিভংগকারীদের ইমামতের অধ্যায়। বিদ্বানগণ অবগত আছেন যে, ইমাম বুখারীর রচিত

অধ্যায়গুলি তাঁহার নিজস্ব মত্বে। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, ইমাম বুখারীর মত্বেও বিদ্‌আতীর পিছনে নামায জায়েয।

ইমামে আ'যম হযরত আবু হানিফা বলিয়াছেন :

وَالصَّلَاةُ خَلْفَ كِلِ ابْرُو فَا جِرٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ
جَائِزَةٌ -

মুসলিমগণের সাধু ও অসাধু সকলের পশ্চাতেই নামায জায়েয। এই উক্তি 'কিহে আকবর' নামক ইমামের গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে। ইহারই টীকায় মুন্না আলী কারী হানাকী মুনতকা নামক গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইমাম আবু হানিফা আহলে সুন্নত ওরাল জামাআতের মত্বে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার বলিয়াছিলেন :

ان لِفَضْلِ الشُّعْبَةِ وَنَحِبِ الْخَتْمِينَ وَان لِرَى
الْمَسْحِ عَلَى الرَّفْعَيْنِ وَالصَّلَاةِ خَلْفَ كِلِ ابْرُو فَا جِرٍ

আমরা দুই শায়খকে (হযরত আবুবকর ও হযরত উমর) শ্রেষ্ঠ মনে করি এবং দুই জামাতাকে (হযরত উসমান ও হযরত আলী) ভালবাসি এবং মোঘার উপর মহত্বে করা সংগত মনে করি ও প্রত্যেক সাধু ও অসাধুর পিছনে নামায

পড়িয়া থাকি।

আল্লামা মোহাম্মদ বিন ইসমাইল ইরামানী বুলগোল মরামের টীকায় লিখিয়াছেন,

وَذَهَبَتْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ إِلَى صِحَّةِ إِمَامَةِ
الْفَاسِقِ -

শাফেরী ও হানাকীগণ ফাছিকের ইমামত সিদ্ধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইমাম নবী কতছল মুগীছ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,
وَلَمْ يَزَلِ السَّلَفُ وَالْمُخَلَّفُ عَلَى الصَّلَاةِ خَلْفَ
الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ -

পূর্ব ও পরবর্তী বিদ্বানগণ চিরকাল মু'তাযিলা প্রভৃতির পিছনে নামায পড়িয়া আসিতেছেন।

ফতাওয়ার আলমগীরীতে লিখিত হইয়াছে যে,
ان كَانَ هَوَىٰ أَى الرِّيَاسَةِ لَا يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ وَلَا يَجُوزُ
الصَّلَاةُ خَلْفَهُ -

যদি বিদ্‌আত কুফর পর্যন্ত না গড়ায় অর্থাৎ উহার

আচরণকারীকে কাকির না বানান, তাহা হইলে তাহার পিছনে নামায জায়েয হইবে।

খুলাছা নামক হানাকী ফিকহ গ্রন্থে লিখিত আছে যে,
 مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ قِبْلَتِنَا وَلَمْ يَغْلُ فِي هَوَاهُ
 حَتَّى يَحْكُمَ بِكَفَرِهِ، يَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ -

যে ব্যক্তি আমাদের আহলে কিব্‌লার অন্তর্ভুক্ত, সে যদি তাহার বিদ্‌আতে এতটা বাড়াবাড়ি না করে, যাহার ফলে তাহার জন্ত কুফরের হুকুম প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার পিছনে নামায জায়েয হইবে।

আল্লামা বাহরুল উলুম আর্কানে আরবাআ নামক ফিকহ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,

وَلَا يَصْلِي خَلْفَ الْمُشْرِكَةِ وَامْتَالِهَا مِنْ تَشْوِيشَاتِ
 الْمُتَأَخِّرِينَ، مِمَّا خَلَفَ لَهَا عَلَيْهِ الْقَدَمَانِ مِنَ الْأُتَمَةِ
 الْمُتَأَخِّرِينَ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا أَفْلاَ إِنْ دَفَعَتْ إِلَيْهَا -

মুশাব্বিহা প্রভৃতির পিছনে নামায জায়েয নাই, এরূপ ধরনের কথাগুলি পরবর্তী যুগের বিদ্বানগণের সংশয়োক্তি মাত্র, ইহা পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ইমামগণের সম্পূর্ণ বিপরীত

কথা। এরূপ উক্তির সাহায্যে কতওয়া দেওয়া দূরে থাক, উহার দিকে দৃকপাত করাও উচিত নয়।

ইমাম নসফী তাহার আকায়দ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,
 وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ بِالْغُسْقِ أَوْ الْجَوْرِ وَيَجُوزُ الصَّلَاةُ
 خَلْفَ كُلِّ إِبْرَوَاقٍ جَرٍ -

অনাচার অথবা অত্যাচারের জন্ত ইমামকে পদচ্যুত করা হইবেনা এবং সাধু ও অসাধু সকলের পিছনেই নামায বৈধ হইবে।

বিদ্বানগণের কত উক্তি আর উদ্ধৃত করিব? যাহারা সন্ধিবেচক ও জ্ঞানী তাহাদের পক্ষে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলিই যথেষ্ট। এগুলির সাহায্যে সংশয়োত্তীর্ণ ভাবে বিদ্‌আতী ও ফাসিকগণের পিছনে নামায পড়ার বৈধতা প্রমাণিত হইতেছে আর ব্যবহারিক মাসআলাসমূহে বিদ্বানগণের মধ্যে যে মত-বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসত্ত্বে সাহাবী ও তাবয়ী বিদ্বানগণের একজনও পরস্পরের পিছনে নামাযের অসিদ্ধতার কথা উচ্চারণ করেন নাই।

ফাতাওয়া ইবনে-তায়মিয়া, হুজ্বতুল্লাহেল-বালেগা এবং ইনসাক প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে,

وَكَانَ الصَّلَاةُ وَالنَّائِبُونَ وَمِنْ أَعْدَائِهِمْ مِنْ

بِالْحَرَامِ الْبَسْمَلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَقْرَأُ الْبَسْمَلَةَ وَمِنْهُمْ
 مَنْ يَجْهَرُ بِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَجْهَرُ بِهَا وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ قَنَنَتْ
 فِي الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَقَنَنُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ مِنْ
 الْحِجَابَةِ وَالرَّعَافِ وَالْقَشِي وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ
 وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ مِنْ لَحْمِ النِّسَاءِ بِشَهْوَةٍ وَمِنْ الذَّكْرِ
 وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ مِنْ
 الشَّوْقِيَةِ فِي صَلَاتِهِ وَمِنْهُمْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ
 وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسْتَقِ الثَّارِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ
 مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ مِنْ كُلِّ لَحْمٍ إِلَّا إِبِلَ وَمِنْهُمْ
 مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ وَبِمَعَ هَذَا فَكَانَ بَعْضُهُمْ بِصَلَاةِ
 خَلْفَ بَعْضٍ الْتَهَى

সাহাবা ও তাবেরী এবং পরবর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে একদল নামাযে “বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রহীম” পাঠ করিতেন আর একদল পাঠ করিতেননা, একদল উহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেন আর একদল আস্তে পড়িতেন। একদল ফজরের নামাযে কুন্ত পড়িতেন আর একদল পড়িতেন না। একদল রক্ত মোক্ষের পর অথবা নাসিকা-রক্ত অথবা বমনের পর ওযু করিতেন আর একদল এসকল কারণে ওযু করিতেননা। তাহাদের একদল নারীকে কামভাবে স্পর্শ করা মাত্র কিংবা জননেদ্রিয় হস্তস্পৃষ্ট হওয়া মাত্র ওযু করিতেন, আবার তাহাদের মধ্যেই আর একটি দল এই সকল কারণে ওযু করিতেননা। তাহাদের মধ্যে একদল নামাযে অষ্টহাস্ত করিলে ওযু করিতেন আর একদল এই কারণে ওযু করিতেননা। তাহাদের মধ্যে একদল আগুনে রাঁধা জবা ভক্ষণ করিলে ওযু করিতেন আর একদল এই কারণে ওযু করিতেননা। তাহাদের একদল উটের গোশ্‌ত খাওয়ার পর ওযু করিতেন কিন্তু আরো কতিপয় দল এই নিমিত্ত ওযু করিতেননা।

কিন্তু এতদূর মতানৈক্য সত্ত্বেও তাহারা সকলেই পরস্পরের পিছনে নামায পড়িতেন।

উল্লিখিত বিবৃতির পর ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল যে, মুসলমানগণের বিভিন্ন দলগুলি হানাফী ও শাফেরী নামে অভিহিত হউক অথবা আহলে হাদীস ও আহলে কিকহ নামে অভিহিত হউক, তাহাদের ব্যবহারিক মসআলাগুলি পরস্পরের

কাছে স্বীকৃত না হইলেও তাহাদের সকলের নামায উভয় দলের ইমামের পিছনে দ্বিধাহীন চিত্তে আদা করা কর্তব্য এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে যাহা সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

فَتَذَكَّرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْجَاهِلِينَ
وَأَهْلِ الْأَعْيُنِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا ظَاهِرًا
وَبَاطِنًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْعَرَبِ سَلِيمِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ০



وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَى اللَّهِ الْهَارِي مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ الْكَافِي
الْمَكْنَى يُبَاهِي عَبْدَ اللَّهِ الْقُرَيْشِيِّ كَانَ اللَّهُ لَهُ وَتَجَاوَزَ عَنْ
ذُلِّهِ الْعُلَى وَالْعَفَى ০

মোহাম্মদ আবছলাহেল কাকী আল-কোরায়শী
২২শে জামাদীস্বানী, ১৩৫০ হিঃ।

هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ الْبَاقِي كَانَ اللَّهُ لَهُ

ইহাই সঠিক এবং যাহা সঠিক তাহার পর বিভ্রান্তি
ব্যতীত আর কি থাকিতে পারে?

মোহাম্মদ আবছলাহেল কাকী কানামাহো লাহ
স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও জননায়ক।

المصوب مجيب وما قال هو ما علمه الجمهور من السلف
والخلف من اهل السنة والجماعة ০

كتبه محمد فضل الرحمن آقاي الغازي فوري

উত্তরদাতা সঠিক এবং তিনি যাহা বলিয়াছেন আহলে
সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পূর্ব ও পরবর্তী অধিকাংশ বিদ্বান-
গণের সিদ্ধান্ত তাহাই।

মোহাম্মদ ফযলুর রহমান 'বাকী' গাজীপুরী

সিনিয়র আরবী প্রফেসর,

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি।

الجواب صحيح

محمد يحيى خادم الحديث في المدرسة العالمية كلكته

জওরাব শুদ্ধ হইয়াছে।

মোহাম্মদ ইয়াহুয়া

(শামসুল উলামা) মুহাদ্দিস, কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা

الجواب صحيح والرواي صحيح وخلافه قبيح

محمد المدعو - جون الدين كان له الله العتيد

জওয়াব সঠিক, সিদ্ধান্ত উত্তম এবং ইহার বিপরীত দোষাবহ।

মোহাম্মদ আইয়ুবদীন
(মুহাদ্দিস, মেটের্জ)

صح الجواب والله اعلم بالصواب

محمد جميل الصاري مدرس مدرسة عاليه كركنته

জওয়াব সহীহ এবং যাহা সঠিক আল্লাহ তাহা অবগত আছেন।

মোহাম্মদ জামীল আনসারী
প্রফেসর, কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা।

الجواب صحيح محمد نور الله عفى عنه

مدرس مدرسة عاليه كركنته

জওয়াব সহীহ। মোহাম্মদ হুসাইন

প্রফেসর কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা।

صح الجواب محمد حبيب الله

مدرس مدرسة عاليه كركنته

জওয়াব সঠিক হইয়াছে।

মোহাম্মদ আবীবুল্লাহ

প্রফেসর, কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা।

الجواب صحيح ابو العفان محمد نصوح

من خرجي جامع الازهر الشريف مصر

জওয়াব সহীহ।

মিশরের আয্‌হার বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণ

ও কলিকাতা মাদ্রাসার প্রফেসর

الجواب صواب

ممتاز الدين احمد

مدرس مدرسة عاليه كركنته

জওয়াব সঠিক হইয়াছে।

মমতাবুদ্দীন আহমদ

প্রফেসর, কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা

المجيب محمد

احقر العباد محمد اكرم عفى عنه

উত্তরদাতা সঠিক।

মোহাম্মদ আকরম

ময়মনসিংহ সরিষাবাড়ী সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ।

الجواب حق والحق احق ان يتبع

محمد عثمان عفى عنه

জওয়াব সত্য, আর সত্যই অনুসরণযোগ্য।

মোহাম্মদ উসমান গনী

পাবনা কামারখন্দ সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ।

من اجاب فقد اصاب
مهر عهد السلام عفى عنه

জওয়াব দাতা ঠিক বলিয়াছেন।

মীর আবছুল সালাম
নওগাঁও ইসলামিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক।

الجواب صحيح
محمد عبد النور عفى عنه

জওয়াব শুদ্ধ হইয়াছে।

মোহাম্মদ আবছন্ নূর
দেলছয়ার, ময়মনসিংহ।

الجواب صحيح
ابو عمران عبد المنان

জওয়াব সহীহ হইয়াছে।

আবু ইমরান আবছল সামান
সরিসাবাড়ী সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক।

